॥ অথ সংজ্ঞা-প্রকরণম্ ॥

অইউণ্ ।১। ঋলৃক্ ।২। এওঙ্ ।৩। ঐঔচ্ ।৪। হযবরট্ ।৫। লণ্ ।৬। ঞমঙণনম্ ।৭। ঝভঞ্ ।৮। ঘঢধষ্ ।৯। জবগডশ্ ।১০। খফছঠথচটতব্ ।১১। কপয্ ।১২। শষসর্ ।১৩। হল্ ।১৪।

বরদরাজঃ— ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণ্যাণাদিসংজ্ঞার্থানি। এষামন্ত্যা ইতঃ। হকারাদিষ্বকার উচ্চারণার্থঃ। লণ্মধ্যে ত্বিত্সংজ্ঞকঃ।।

সরলার্থঃ— অইউণ্ থেকে হল্ পর্যন্ত এই সূত্রগুলি পাণিনি সম্প্রদায়ের কাছে শিবসূত্র বা মাহেশ্বর সূত্র নামে পরিচিত। এই মাহেশ্বর সূত্রগুলি সাক্ষাত্ মহেশ্বরের কাছ থেকে আচার্য পাণিনি বর্ণসমাবেশের জন্যে পেয়েছিলেন। অণ্প্রভৃতি প্রত্যাহার-সংজ্ঞা এই সূত্রগুলি থেকেই পাওয়া যায়।

এই সুত্রগুলির অন্তিম বর্ণগুলি ইত্সংজ্ঞক হয়। যেমন— ণ্, ক্, ঙ্ প্রভৃতি। হকার প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণে যে অকার থাকে, যেমন— হ্ অ হ, এই অ হ্-কারের উচ্চারণের জন্য। কেবলমাত্র লণ্সূত্রে মধ্যবর্তী অকার ইত্সংজ্ঞক হয়। সূত্রস্থ যে কোন বর্ণ থেকে শুরু করে, যে কোন ইত্ বর্ণ পর্যন্ত এক একটি প্রত্যাহার গঠিত হয়— ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সাধন করার জন্য, তাই এই সূত্রগুলিকে প্রত্যাহার-সূত্রও বলা হয়।।

১। হলন্ত্যম্ ।।১।।৩।।৩।।

বরদরাজঃ— **উপদেশেঽন্ত্যং হলিত্ স্যাত্। উপদেশ আদ্যোচ্চারণম্। সূত্রেষ্বদৃষ্টং পদং সূত্রান্তরাদনুবর্তনীযং সর্বত্র।।**

সরলার্থঃ— পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই মুনিত্রয়ের দ্বারা বর্ণের যে প্রথম উচ্চারণ— তাকে উপদেশ বলে। উপদেশে অন্ত্য হলের অর্থাত্ ব্যঞ্জনবর্ণের ইত্সংজ্ঞা হয়। এই ব্যাকরণ শাস্ত্রে কোন সূত্রের সমগ্র অর্থ করতে হলে যে সকল পদ আবশ্যক হয়, সূত্রে যদি সেগুলি না থাকে, তাহলে আগের কোন সূত্র থেকে ঐ পদগুলির অনুবৃত্তি[১] করতে হয়। যেমন, এই সূত্রে, 'উপদেশে' ও 'ইত্'— এই পদ দুটি "উপদেশেঽজনুনাসিক ইত্" ১/৩/২ এই পূর্বসূত্র থেকে অনুবৃত্ত হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুসারেই এই গ্রন্থে অধিকাংশ সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব 'সরলার্থ'ঃ অংশটিতে সূত্রের অনুবাদ ছাড়াও আগের সূত্র থেকে অনুবৃত্ত অংশ নিয়ে, সমগ্র সূত্রশরীরের ক্রিয়াপদটি

Scanned with CamScanner

অধ্যাহার করে প্রত্যেক সূত্রের একটি সম্যক্ অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।।

২। অদর্শনং লোপঃ ।।১।।১।।৬০।।

বরদরাজঃ— প্রসক্তস্যাদর্শনং লোপসংজ্ঞং স্যাত্।।

সরলার্থঃ— যে বর্ণটি পূর্বে ছিল, কিন্তু বর্তমান প্রয়োগে নেই— তাকে লোপ বলা হয়। যেমন, ভূধাতুর পর ক্ত প্রত্যয় যুক্ত করে ভূত শব্দটি গঠন করা হয়েছে। ক্ত প্রত্যয়ের ক্ 'ভূত' শব্দটিতে নেই। কারণ "লশকতদ্ধিতে" সূত্র দ্বারা ক্ত প্রত্যয়ের 'ক্' এর লোপ হয়েছে।।

৩। তস্য লোপঃ ।। ১।৩।৯।।

বরদরাজঃ —তস্যেতো লোপঃ স্যাত্। ণাদয়োঽণাদ্যর্থাঃ।।

সরলার্থঃ— 'তস্য' এই পদটি ইত্এর বিশেষণ। তাই সূত্রার্থটি হল— সেই ইত্সংজ্ঞক বর্ণের লোপ হয়। যেমন—অইউণ্—এখানে ণ্ ইত্। অতএব তার লোপ হয়। একে 'অনুবন্ধলোপ'[২]-ও বলা হয়।।

৪। আদিরন্ত্যেন সহেতা ।।১।১।৭১।।

বরদরাজঃ— অন্ত্যেনেতা সহিত আদির্মধ্যগানাং স্বস্য চ সংজ্ঞা স্যাত্। যথাঽণিতি অইউবর্ণানাং সংজ্ঞা। এবমচ্ হল্ অলিত্যাদয়ঃ।

সরলার্থঃ— কোনো মাহেশ্বর সূত্রের অন্ত্য ইত্সংজ্ঞক বর্ণের সঙ্গে উচ্চারিত আদিবর্ণ, যেমন—অইউণ্, এখানে ণ্ এর সঙ্গে উচ্চারিত অ একই সঙ্গে নিজের ও মধ্যস্থিত বর্ণ সমূহের গ্রাহক হয়। অণ্ বললে আমরা বুঝি অ, ই, উ—এই তিনটি বর্ণ। এইরূপে অচ্, হল্, অল্ ইত্যাদি প্রত্যাহার গঠিত হয়। প্রথম সূত্রের অ থেকে শুরু করে ঐঔচ্—এর চ্ পর্য্যন্ত অচ্ প্রত্যাহার-এটি সমস্ত স্বরবর্ণকেই বুঝায়। এইভাবে হযবরট্ এর হ থেকে শুরু করে শেষ হলের ল্ পর্য্যন্ত হল্ অর্থাৎ সব ব্যঞ্জনবর্ণ। আবার প্রথম সূত্রের প্রথম বর্ণ অ এবং শেষ সূত্রের শেষ বর্ণ ল্—এই দুটি নিয়ে অল্ প্রত্যাহার—যা কিনা সমস্ত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণকেই বুঝায়। এইভাবে অন্য প্রত্যাহার গুলিকেও বুঝতে হবে। মাহেশ্বর সূত্র থেকে পাণিনি ৪২টি প্রত্যাহার ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও, সুবিভক্তি থেকে শুরু করে সুপ্ বিভক্তি পর্য্যন্ত সুপ্ এবং তিবিভক্তি থেকে শুরু করে মহিঙ্ পর্য্যন্ত তিঙ্—এই দুটি প্রত্যাহারও 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' সূত্রের

Scanned with CamScanner

দ্বারাই গঠিত হয়। অকারাদিক্রমে অণ্ প্রভৃতি ৪২টি প্রত্যাহার দেওয়া হচ্ছে— অক্, অচ্, অট্, অণ্, অণ্, অম্, অল্, অশ্।। ইক্ ইচ্, ইণ্।। উক্।। এঙ্, এচ্।। ঐচ্।। খয্, খর্।। ঙম্।। চয্, চর্।। ছর্।। জশ্।। ঝয্, ঝর্, ঝল্, ঝশ্, বয্।। ৰশ্।। ভষ্।। মষ্।। যঞ্, যণ্, যম্, যয্, যর্।। রল্।। বল্, বশ্।। শর্, শল্।। হল্, হশ্।।

৫। ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ ।। ১।২।২৭।।

বরদরাজঃ— উশ্চ ঊশ্চ উ৩শ্চ বঃ; বাং কাল ইব কালো যস্য সোঽচ্ ক্রমাদ্ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতসংজ্ঞঃ স্যাত্। স প্রত্যেকমুদাত্তাদিভেদেন ত্রিধা।।

সরলার্থঃ— একমাত্রিক উকার, দ্বিমাত্রিক ঊকার এবং ত্রিমাত্রিক উ৩কার— এই তিনের দ্বন্দ্বসমাস হল বঃ। ষষ্ঠীবহুবচনে যার রূপ হয় বাম্। অতএব উ, ঊ, উ৩—এর উচ্চারণ-কালের মতো উচ্চারণকাল যে সকল স্বরবর্ণের তাদের যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত সংজ্ঞা হয়। তাদের প্রত্যেকটি আবার উদাত্ত., অনুদাত্ত, স্বরিত ভেদে তিন প্রকারের হয়। যেমন, অ-একমাত্রিক, অতএব হ্রস্বস্বর, এই 'অ' উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই তিন প্রকার। 'আ' দ্বিমাত্রিক, অতএব দীর্ঘস্বর, এই 'আ' উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই তিন প্রকার। আ৩, ত্রিমাত্রিক, অতএব প্লুতস্বর, এই আ, উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত—এই তিন প্রকার।।

৬। উচ্চৈরুদাত্তঃ ।। ১।২।২৯।।

সরলার্থঃ— কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণ-স্থানের উর্দ্ধভাগে উচ্চারিত স্বরবর্ণের উদাত্ত সংজ্ঞা হয়।।

৭। নীচৈরনুদাত্তঃ ।। ১।২।৩০।।

সরলার্থঃ— কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণ-স্থানের নিম্নভাগে উচ্চারিত স্বরবর্ণের অনুদাত্ত সংজ্ঞা হয়।।

৮। সমাহারঃ স্বরিতঃ ।। ১।২।৩১।।

সরলার্থঃ— উদাত্ত এবং অনুদাত্তের মাঝামাঝি উচ্চারিত স্বরবর্ণের স্বরিত সংজ্ঞা হয়। এইভাবে স্বরবর্ণগুলি প্রথমে হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত ক্রমে, তারপর তাদের প্রত্যেকের উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ক্রমে মোট নয় প্রকারের হয়।।

৯। মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ ।। ১।১।৮।।

Scanned with CamScanner

বরদরাজঃ— মুখসহিতনাসিকযোচ্চার্যমাণো বর্ণোঽনুনাসিকসংজ্ঞঃ স্যাত্। তদিত্থম্— অ ই উ ঋ এষাং বর্ণানাং প্রত্যেকমষ্টাদশভেদাঃ। ঌবর্ণস্য দ্বাদশ, তস্য দীর্ঘাভাবাত্। এচামপি দ্বাদশ, তেষাং হ্রস্বাভাবাত্।।

সরলার্থঃ— মুখের সঙ্গে নাসিকার সহযোগে উচ্চারিত বর্ণের অনুনাসিক সংজ্ঞা হয়। সেই জন্য পূর্বোক্ত নয় প্রকারের স্বরবর্ণের প্রত্যেকটি নাসিকা সহযোগে উচ্চারিত হলে অনুনাসিক এবং নাসিকা ছাড়া উচ্চারিত হলে অননুনাসিক স্বরবর্ণ হয়। ফলে প্রত্যেকটি স্বরবর্ণ মোট ১৮ রকমের হয়ে থাকে। নীচে একটি তালিকায় অবর্ণের এই প্রকার ভেদ দেখানো হল—

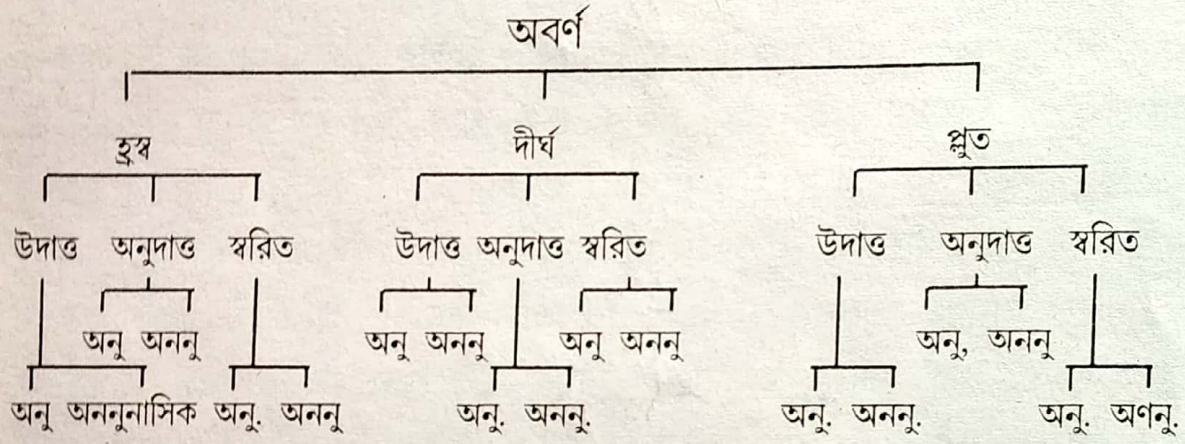

কেবলমাত্র, ঌ-বর্ণের দীর্ঘত্ব হয় না বলে বারো প্রকারের হয়। আবার, এচ্ অর্থাত্ এ, ও, ঐ, ঔ—এই বর্ণগুলিও হ্রস্ব হয় না বলে বারো প্রকারের হয়।।

১০। তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ ।।১।১।৯৯।।

বরদরাজঃ— তাল্বাদিস্থানমাভ্যন্তরপ্রযত্নশ্চেত্যেতদ্দ্বয়ং যস্য যেন তুল্যং তন্মিথঃ সবর্ণসংজ্ঞং স্যাত্।।

বার্তিকম্—ঋঌবর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্।

অকুহবিসর্জনীযানাং কণ্ঠঃ। ইচুযশানাং তালু। ঋটুরষাণাং মূর্ধা। ঌতুলসানাং দন্তাঃ। উপূপধ্মানীযানামোষ্ঠৌ। ঞমঙণনানাং নাসিকা চ। এদৈতোঃ কণ্ঠতালূ। ওদৌতোঃ কণ্ঠৌষ্ঠম্, বকারস্য দন্তোষ্ঠম্। জিহ্বামূলীয়স্য জিহ্বামূলম্। নাসিকাঽনুস্বারস্য। যত্নো দ্বিধা, আভ্যন্তরো বাহ্যশ্চ। আদ্যঃ পঞ্চধা-

---

অনু-অনুনাসিক।

অননু-অননুনাসিক।**

স্পৃষ্টেষত্স্পৃষ্টেষদ্বিবৃতবিবৃতসংস্বৃতভেদাত্। তত্র, স্পৃষ্টং প্রযত্নং স্পর্শানাম্। ঈষত্স্পৃষ্টমন্তঃস্থানাম্। ঈষদ্বিবৃতমূষ্মণাম্। বিবৃতং স্বরাণাম্। হ্রস্বস্যাবর্ণস্য প্রযোগে সম্বৃতম্। প্রক্রিযাদশাযাং তু বিবৃতমেব। বাহ্যপ্রযত্নস্ত্বেকাদশধা—বিবারঃ সম্বারঃ শ্বাসো নাদো ঘোষোঽঘোষোঽল্পপ্রাণো মহাপ্রাণ উদাত্তোঽনুদাত্তঃ স্বরিতশ্চেতি। খরো বিবারঃ শ্বাসা অঘোষাশ্চ। হশঃ সম্বারা নাদা ঘোষাশ্চ। বর্গাণাং প্রথম-তৃতীয়-পঞ্চমা-যণশ্চাল্পপ্রাণাঃ। বর্গার্ণাং দ্বিতীযচতুর্থৌ শলশ্চ মহাপ্রাণাঃ। কাদযো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ। যণোঽন্তঃস্থাঃ শল ঊষ্মাণঃ। অচঃ স্বরাঃ। ᳐ক ᳐খ ইতি কখাভ্যাং প্রাগর্ধবিসর্গসদৃশো জিহ্বামূলীয়ঃ। ᳐প ᳐ফ ইতি পফাভ্যাং প্রাগর্ধবিসর্গসদৃশ উপধ্মানীয়ঃ। অং অঃ ইত্যচঃ পরাবনুস্বারবিসর্গৌ।।

সরলার্থঃ— সবর্ণ অর্থ পরস্পর সমান। যে সকল বর্ণের উচ্চারণস্থান এক এবং যাদের উচ্চারণে সমান প্রযত্নের প্রয়োজন হয়, তারা পরস্পর সবর্ণ হয়।

বা— ঋ ও ঌ—এই দুটি বর্ণ পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞক হয়ে থাকে।

বর্ণগুলির উচ্চারণস্থান সম্বন্ধে এখন বলা হচ্ছে। অ, কবর্গ, হ এবং বিসর্গ—এদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। ই, চবর্গ, য, এবং শ-এদের স্থান তালু, ঋ, টবর্গ, র এবং ষ-এদের স্থান মূর্ধা। ঌ, তবর্গ, ল এবং স-এদের স্থান দন্ত। উ, পবর্গ, উপধ্মানীয়—এদের স্থান ওষ্ঠদ্বয়। ঞ, ম, ঙ, ণ, ন—এদের স্থান নাসিকা। এ এবং ঐ—এদের স্থান কণ্ঠতালু। ও এবং ঔ—এদের স্থান কণ্ঠৌষ্ঠ। ব-কারের স্থান দন্তৌষ্ঠ। জিহ্বামূলীয়ের স্থান জিহ্বার মূল প্রান্তভাগ। অনুস্বারের স্থান নাসিকা।

প্রযত্ন দুই প্রকার—আভ্যন্তর ও বাহ্য। আভ্যন্তর প্রযত্ন পাঁচ প্রকার। যথা—স্পর্শবর্ণগুলির প্রযত্ন স্পৃষ্ট। অন্তঃস্থবর্ণগুলির ঈষত্স্পৃষ্ট, উষ্মবর্ণগুলির ঈষত্বিবৃত। স্বরবর্ণগুলির বিবৃত। হ্রস্ব অবর্ণ যখন ভাষায় প্রযুক্ত হয় তখন তার সম্বৃত প্রযত্ন—কিন্তু পদসাধন-প্রক্রিয়ায় বিবৃত। বাহ্যপ্রযত্ন একাদশবিধ—বিবার, সম্বার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত ও স্বরিত। 'খর্' অর্থাত্ বর্গের প্রথম বর্ণ, দ্বিতীয় বর্ণ ও শ ষ স—বিবার, শ্বাস, অঘোষ। হশ্ অর্থাত্ হ য ব র ল, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণ—সম্বার, নাদ, ঘোষ। প্রতিবর্গের প্রথম, তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ, য ব র ল অল্পপ্রাণ। বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ বর্ণ, শ ষ স হ—মহাপ্রাণ। ক থেকে ম পর্যন্ত স্পর্শবর্ণ। য ব র ল অন্তঃস্থবর্ণ। শ ষ স হ ঊষ্মবর্ণ, অচ্ স্বরবর্ণ। ᳐ক ᳐খ এখানে ক, খ এর পূর্বে অর্ধবিসর্গের

Scanned with CamScanner

মতন চিহ্ন হল জিহ্বামূলীয়। ◌ঁপ ◌ঁফ এখানে প ও ফ এর পূর্বে অর্ধবিসর্গের মতন চিহ্ন হল উপধ্মানীয়। অং অঃ—এখানে অ এর পরস্থিত চিহ্নগুলি যথাক্রমে অনুস্বার ও বিসর্গ।।

১১। অণুদিত্ সবর্ণস্য চাপ্রত্যযঃ ।। ১।১।৬৯।।

বরদরাজঃ— প্রতীযতে বিধীযত ইতি প্রত্যযঃ। অবিধীযমানোঽণুদিচ্চ সবর্ণস্য সংজ্ঞা স্যাত্। অত্রৈবাণ্ পরেণ ণ্কারেণ। কুচুটুতুপু এতে উদিতঃ। তদেবম্ 'অ' ইত্যষ্টাদশানাং সংজ্ঞা। তথেকারোকারৌ। ঋকারস্ত্রিংশতঃ। এবং ঌকারোঽপি। এচো দ্বাদশানাম্। অনুনাসিকাননুনাসিকভেদেন যবলা দ্বিধা; তেনাননুনাসিকাস্তে দ্বযোর্দ্বযোস্সংজ্ঞাঃ।।

সরলার্থঃ— কোন শব্দের পরে যথানিয়মে বিহিত ক বা একাধিক বর্ণ হল 'প্রত্যয়'। প্রত্যয় নয়, এইরূপ অণ্ এবং উদিত্ সবর্ণসংজ্ঞক হয়। এখানে অণের ণ্-পরবর্তী ণ্কার। অতএব অণ্-অর্থ—স্বরবর্ণ, হ য ব র ল। যার উ ইত্ হয় তাকে উদিত্ বলে। কু চু টু তু পু-এরা উদিত্ অর্থাৎ কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, ও পবর্গ।

তাহলে অবর্ণ, আঠারো রকমের 'সবর্ণ অ'-কে বোঝায়, একইভাবে ইকার এবং উকারের-ও সবর্ণ যথাক্রমে আঠারো রকমের ই ও উ। ঋ এবং ঌ পরস্পর সবর্ণ, তাই 'ঋ' বললে ত্রিশরকমের ঋবর্ণ, ঌ বললে ত্রিশরকমের ঌবর্ণ এরূপ বোঝায়। এ, ও, ঐ, ঔ—বারোটি সবর্ণের বোধক। অনুনাসিক ও অননুনাসিকভেদে য, ব, ল—দুই প্রকার। সেইজন্য, সেই বর্ণগুলির প্রত্যেকটি দুইটি সবর্ণের বোধক।।

১২। পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা ।। ১।৪।১০৯।।

বরদরাজঃ— বর্ণানামতিশযিতঃ সন্নিধিঃ সংহিতাসংজ্ঞঃ স্যাত্।।

সরলার্থঃ— বর্ণসমূহ পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হলে সংহিতা হয়। যেমন, বিদ্যা আলযম্ বিদ্যালযম্, এখানে 'আ'বর্ণ সংহিতা। শরত্ চন্দ্রম্ শরচ্চন্দ্রম্, এখানে 'চ্চ'বর্ণ সংহিতা, সঃ অহম্—সোঽহম্—এখানে লুপ্ত অকারযুক্ত অবর্ণ সংহিতা।।

১৩। হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ ।। ১।১।৭।।

বরদরাজঃ— অজ্ভিরব্যবহিতা হলঃ সংযোগসংজ্ঞা স্যুঃ।।

Scanned with CamScanner

সরলার্থঃ— কোন স্বরবর্ণের ব্যবধান না থাকলে, ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সংযোগ সংজ্ঞা হয়। যেমন-অগ্নিঃ। এখানে গ্‌কার ও ন্‌কারের মধ্যে কোন স্বরবর্ণ না থাকায় 'গ্ন'—এরূপ সংযোগ হয়েছে।।

১৪। সুপ্‌তিঙন্তং পদম্ ।। ১।৪।১৪।।

বরদরাজঃ— সুবন্তং তিঙন্তঞ্চ পদসংজ্ঞং স্যাত্।।

সরলার্থঃ— সুপ্ অন্তে যার, সুবন্ত। তিঙ্ অন্তে যার তিঙন্ত। সুবন্ত ও তিঙন্তের পদসংজ্ঞা হয়। যেমন, ভানু সু ভানুঃ, সু যোগ হওয়ায় এটি একটি সুবন্ত পদ। উদ্-ই তিপ্-উদেতি, তিপ্ যোগ হওয়ায় এটি একটি তিঙন্ত পদ। বাক্যে, 'ভানুরুদেতি'—এইভাবে পদগুলি প্রযুক্ত হয়।।

Scanned with CamScanner